সংবাদ

তারিখ 01 DEC 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ভিকারুননিসায় লুটপাট ২

# হিসাবের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা

শেখ জামাল

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ১৬ শিক্ষকের আয়করযোগ্য হলেও প্রধান হিসাবরক্ষক মাহমুদা বেগম ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিধিবহির্ভূতভাবে ২৬৪ শিক্ষকের আয়কর কর্তন করেছেন। প্রতিষ্ঠানের ১৮ জন সিনিয়র শিক্ষকের বেতনের তুলনায় মাহমুদা বেগম মাসিক বেতন ২০ হাজার টাকা অবৈধভাবে নিয়েছেন। এছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন খাতের সাড়ে ৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করেছেন। ২০০৭ সালের নিরীক্ষা ও পরীক্ষক অধিদপ্তরের অডিট প্রতিবেদন এবং প্রতিষ্ঠানের এ বছরের তদন্ত টিমের প্রতিবেদনে এ তথ্য ধরা পড়েছে। অথচ এই প্রধান হিসাবরক্ষকের বেতন বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে, পদবি বেড়েছে, আর্থিক সুবিধা বেড়েছে।

প্রতিষ্ঠানের তদন্ত টিমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আয়কর প্রদানযোগ্য নয় এমন ২৬৪ শিক্ষকের কাছ থেকে আয়কর কর্তন করা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে মাহমুদা বেগম তার অদক্ষতা ও স্বেচ্ছাচারিতার চরম দৃষ্টান্তের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হাসিনা ফেরদৌস, প্রদর্শক (পদার্থ বিজ্ঞান), মোসাম্মাৎ আছমা বেগম প্রদর্শক (রসায়ন), শাহনাজ বেগম প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান) ২০০৬ সালের ৯ এপ্রিল চাকরিতে যোগদান করার দু'মাস পর থেকে মাহমুদা বেগম অবৈধভাবে তাদের মাসিক ২০০ টাকা হারে আয়কর কর্তন করে। এছাড়াও তিনি শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি মাসের বেতন থেকে ভবিষ্যৎ তহবিলের চাঁদা কর্তন করেছেন।

তদন্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মাহমুদা বেগম আয়কর ও ভ্যাট বাবদ সরকারি

কোষাগারে অনিয়ম : পৃ: ২ ক: ৫

## অনিয়ম : স্বেচ্ছাচারিতা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কোষাগারে ১ কোটি ৭৬ লাখ ৯৩ হাজার ২ টাকার সিটিআর জমা দেননি। তিনি ১ কোটি ৮১ লাখ ১৬৬ টাকা ভ্যাট কর্তন না করে ভ্যাটসহ সব টাকা জমা দেয়ার কপি রাখেননি। তার অযোগ্যতার জন্য ভ্যাট কর্তন না করায় কর্ণফুলী পেপার মিলস কর্তৃক সরকারি কোষাগারে ৯৪ হাজার ২৪ টাকা জমা দেয়া হয়নি। বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিল উৎসস্থলে ভ্যাট কর্তন না করে সরকারের ১ কোটি ১৭ লাখ ৭৭৮ টাকা তিনি আর্থিক ক্ষতি করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণকল্পে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে মেসার্স দালান ট্রেডার্সের কাছ থেকে কেটে নেয়া ৩০ লাখ ৪১ হাজার টাকা তিনি সরকারি কোষাগারে জমা দেননি। টেন্ডার কোটেশন ছাড়া বিধিবহির্ভূতভাবে ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৪৮০ টাকার যন্ত্রপাতি কিনে তিনি ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ১ লাখ ১ হাজার ১৭৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেননি।

এছাড়া সার্ভার কিনে ১২ লাখ ৪৭ হাজার ৭৪০ টাকা ৫৯ হাজার ২৬৭ টাকার ভ্যাট জমা দেননি।

এ ব্যাপারে মাহমুদা বেগমের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সংবাদ'কে জানান, শিক্ষকদের আয়কর কর্তন করা হয়েছে, এটা অডিটে উল্লেখ আছে। আমি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করতাম আর এ জন্য একবার ১০ লাখ টাকা ভ্যাট দিয়েছি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার সাঈদা পারভীন ভ্যাট দিতেন। তবে কিছু কিছু ভ্যাট দেয়া হয়নি। তবে তার আমলেই পুরো ভিকারুননিসা নূন স্কুলের হিসাব বিভাগে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ টিকিটিও ধরা যায়নি।